JAN 09 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাষ্ট্রপতি ১২ জানুয়ারি ভিকারুননিসা স্কুল ও কলেজের সুবর্ণজয়ন্তি উৎসবের উদ্বোধন করবেন

ভিকারুননিসা স্কুলের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষা হামিদা আলী —জনকণ্ঠ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি ঐতিহ্যবাহী ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তি উৎসব। চার দিনব্যাপী এ উৎসবের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

মঙ্গলবার স্কুলের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যক্ষা হামিদা আলী উৎসবের চারদিনের কর্মসূচী তুলে ধরেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাহমুদা বেগম, সহকারী প্রধান শিক্ষক নাঈম জাহান আহসান এবং স্কুলের এলামনাই এ্যাসোসিয়েশনের নেত্রীবৃন্দ।

১২ জানুয়ারি কেলা আড়াইটায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বিকালে রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৩ জানুয়ারি প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী দিবস। এই দিন সূচনা সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হবে। বেলা দেড়টা পর্যন্ত চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মৃতিচারণ ও আড্ডা। এ দিনই বিকালে আবার অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ব্যান্ড শো। ১৪ জানুয়ারি স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস। দিনভর অনুষ্ঠানমালায় রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আড্ডা, প্রদর্শনী খেলা (শিক্ষক বনাম ছাত্রী), নাটক। ১৫ জানুয়ারি সমাপনী উৎসব। এই দিনের অনুষ্ঠানমালার ১ম পর্বে রয়েছে সকাল সাড়ে ১০টায় 'লিংগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক এ্যান্ড উইমেন' শীর্ষক সেমিনার, সাড়ে ১২টায় মুক্ত আলোচনা। বিকাল তিনটা থেকে শুরু হবে ২য় পর্বের অনুষ্ঠানের। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যাফেল ড্র'র মাধ্যমে শেষ হবে চার দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের।

১৯৫২ সালে ভিকারুননিসা নূন স্কুলের যাত্রা শুরু। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এটি ছিল ইংরেজী স্কুল। ১৯৭২ সালে এসে এটি বাংলা মাধ্যম স্কুলে পরিণত হয়। ১৯৭৮ সালে ভিকারুননিসা নূন স্কুলের সঙ্গে যোগ হয় কলেজ। ২০০১ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ঐতিহ্যবাহী এই স্কুল ও কলেজটিতে এখন শুধু মেয়েদের পড়ার সুযোগ থাকলেও ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এখানে ছেলেরাও পড়তে পারত। তবে শুধুমাত্র তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত। অধ্যক্ষা হামিদা আলী বলেন, ১৯৮১ সালে আমি এই স্কুল ও কলেজের প্রধান হিসাবে যোগদান করার পর ছেলেদের ভর্তি বন্ধ করে দিই। কারণ দেখা যেত অনেক ছাত্রীর সঙ্গে মাত্র দু' তিনজন ছাত্র। এ জন্য ছাত্রদের সমস্যা হতো।

এদিকে রাজধানীর এই প্রধান স্কুলটিতে বিগত পাঁচ বছর বড় সমস্যা ছিল রাজনৈতিক চাপে ছাত্রী ভর্তি করা। হামিদা আলী বলেন, বিগত দিনে রাজনৈতিক চাপ থাকলেও গত পাঁচ বছরে তা ছিল মারাত্মক। ফলে আমাদের ফলও একটু খারাপ হয়েছে। যেমন আগে কোনদিন আমাদের ছাত্রীরা ফেল করত না। কিন্তু এখন ফেল করে। তবে আশার কথা স্কুলের নতুন সভাপতি (স্থানীয় সংসদ সদস্য) ভর্তির ক্ষেত্রে সবধরনের তদ্বির বন্ধ করে দিয়েছেন। হামিদা আলী জানান, উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য প্রায় চার হাজার ছাত্রছাত্রী রেজিস্ট্রেশন করেছে। এদের এক্রিডিটেশন কার্ড ও আমন্ত্রণপত্র আগামী ১০ ও ১১ জানুয়ারি সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিতরণ প্রধান স্কুল প্রাঙ্গণে করা হবে।